সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিশীলতা
Social Control and Mobility

ইউনিট ৯

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজে সকল মানুষকেই কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন-কানুন ও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন ও রীতিনীতি মেনে চললে সমাজের শান্তি-শৃংখলা, মূল্যবোধ বজায় থাকে। সমাজে বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা অর্থাৎ সবার সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখার মধ্যে শান্তি-শৃংখলা নিহিত থাকে। আর এসব কাজ করতে যেসব আইন-কানুন মানতে হয়, সাধারণ কথায় তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নামে দু'ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ বিশেষ বাহন কাজ করে থাকে। যেমন: জনমত, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র, আইন, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, পরিবার, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামাজিক গতিশীলতা হলো সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের এক ধরনের পদমর্যাদা থেকে অন্য ধরনের পদমর্যাদায় রূপান্তর। সমাজে নানা পেশা ও বর্ণের মানুষ বাস করে। এদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকে পদমর্যাদার উন্নয়ন। দু ধরনের সামাজিক গতিশীলতা রয়েছে, যথা: উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা এবং সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা। স্থানান্তর গমন বলতে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়। একই এলাকার এক প্রান্ত থেকে বসতি উঠিয়ে ঐ এলাকার অন্য প্রান্তে বসতি স্থাপন করাকে স্থানান্তর গমন বলে না।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৯.২: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ
পাঠ- ৯.৩: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা
পাঠ- ৯.৪: সামাজিক গতিশীলতা
পাঠ- ৯.৫: স্থানান্তর গমন: ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রভাব

পাঠ-৯.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Definition and Cahracteristics of Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

মৌলিক ধারণা

সমাজ জীবনে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন নয়, বরং তাকে অনেক আইন-কানুন মেনে সমাজে বসবাস করতে হয়। 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে রুশো যেমনটি বলেছেন- 'মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায় কিন্তু সর্বত্র সে শৃংখলে আবদ্ধ।' এ শিকল মূলত শৃংখলা বজায় রাখার জন্য, মানুষকে বিশৃংখল হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য। এসব নিয়মকানুনের একটা দিক মানুষ এমনিতেই মেনে চলে যেমন শিক্ষকদের সম্মান করা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো মানুষ তার সংস্কৃতি থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। অন্যদিকে, কিছু নিয়মকানুন মানুষ ভীতি বোধ থেকে মেনে চলে। যেমন- আইন-আদালতের শাস্তি। যে প্রক্রিয়ায় সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা হয় তাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

"সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সে সব পদ্ধতির সমাহার যেগুলোর মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় এবং একটা শৃংখলা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।" - ম্যানহেইম

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন ধরে রাখার জন্য সমাজ যে বিধি নিষেধগুলো আরোপ করে।" - অগবার্ন ও নিমকফ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া ও কৌশল যার মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী মানুষদেরকে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণের নিয়মকানুন মেনে চলে একত্রে মিলেমিশে থাকতে শেখায়"- ই.এ.রস।

অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে, মানুষকে আইনের প্রতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। মানুষকে একত্রে মিলেমিশে থাকতে শেখায় এবং সমাজের শৃংখলা মেনে চলতে শেখায়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা। এছাড়া সমাজের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিম্বল ইয়ং- এর মতে, সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি এবং শৃংখলা ধরে রাখার জন্য সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল:

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত দু ধরনের হয়ে থাকে- (১) আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও (২) অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে ও আচরণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উৎসাহ দানের জন্য দুই ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণই প্রচলন থাকে।

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এটি কেবল বিশেষ একটি সময়ের জন্য কার্যকর নয়। ব্যক্তি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানিক আইন-কানুনের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো সম্পর্কে জানতে পারে।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো শুধু কোনো বিশেষ সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটি সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য। শুধু দেশ-কাল-সময়ভেদে বাহনগুলোতে আংশিক পরিবর্তন হতে পারে মাত্র।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক বাহনগুলো সাধারণত কঠোরভাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: আইন, আদালত। আইনে নির্দিষ্ট আচারণ লংঘনের দায়ে কঠোর শাস্তি হতে পারে।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো অপেক্ষাকৃত কম কঠোর। মানব আচরণের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো যেমন শিষ্টাচার, আদব-কায়দা ইত্যাদি ভঙ্গের কারণে আদালতের মতো কঠোর শাস্তি পেতে হয় না।
- প্রত্যেক সমাজে অনানুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী মাধ্যম থাকতে পারে। এগুলোর মধ্যে জনমত, গণমাধ্যম, নেতৃত্ব, ধর্মীয় অনুশাসন, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত উল্লেখযোগ্য।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানব সমাজের মতোই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। মানুষের এমন সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যে সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কোনো ধারণা নেই।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব সার্বজনীন। অর্থাৎ যেখানে মানুষের সমন্বয় ঘটেছে, সমাজ তৈরি হয়েছে সেখানেই এর প্রভাব ফুটে উঠেছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সমাজের আইন-কানুন মেনে চলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখতে সহায়তা করা কে বোঝানো হয়। সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্য এটা মেনে চলবে-এমনটাই তার কাছ থেকে সমাজ প্রত্যাশা করে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সমাজের কঠোর রূপ দেখতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজজীবনে শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রথা, মূল্যবোধ, আইন-কানুন ইত্যাদি মেনে চলে। এ বিষয়গুলো মানুষ তার সংস্কৃতি থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে, একত্রে মিলেমিশে থাকতে এবং সমাজের শৃখলা মেনে চলতে শেখায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নৈর্বাচনিক প্রশ্ন :

১। কোনটি সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রভাব ?
(ক) তাৎক্ষণিক (খ) ব্যক্তিগত (গ) সর্বজনীন (ঘ) কোনোটিই নয়।

২। কোনটি সৃষ্টি করা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ?
(ক) জনমত (খ) আইন (গ) সংবাদমাধ্যম (ঘ) সংহতি।

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি ---- প্রক্রিয়া।
(ক) উদ্দেশ্যমূলক (খ) স্থবির (গ) চলমান (ঘ) জটিল

৪। কোন সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর নয় ?
(ক) এশীয় (খ) ইউরোপীয়ান (গ) আফ্রিকান (ঘ) কোনোটিই নয়।

পাঠ-৯.২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ
Agents of Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন, আনুষ্ঠানিক বাহন, অনানুষ্ঠানিক বাহন ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজকে একই সাথে যেমন অগ্রগতির দিকে নজর রাখতে হয় আবার সেই অগ্রগতির পথে যাতে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও নজর রাখতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে সমাজ নিয়ন্ত্রণ এক অপরিহার্য বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকভাবে সম্ভব হতে পারে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

যে সব উপায়কে অবলম্বন করে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় সে সব উপায়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। এ বাহনগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: ১) বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক বাহন এবং ২) অভ্যন্তরীণ বা অনানুষ্ঠানিক বাহন। আনুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় পুরোহিত, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে আছে এমন সব উপাদান যা মানুষকে তার আভ্যন্তরীণ তাড়না থেকেই নিজেকে সংযত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচ্যুত আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করে। সমাজের মানুষ মনে করে সংযত আচরণ করাই হল তার নিকট সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করা। অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে তার মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতাবোধ, শিক্ষা, কৃষ্টি সমাজের থেকে শেখা নিজস্ব মতামত ইত্যাদি।

১) জনমত: জনমত সমাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যমত কার্যকর বাহন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রথম যিনি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানী E.A .Ross। রস জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হিসেবে উল্লেখ করেন। জনমতের ভয় কে না করে? ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গি, চলাফেরা, কাজকর্ম তথা তার আচার-আচরণ সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের জানা থাকে। জনমত হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের একটি সাধারণ বিচারবোধ (Judgement)। ব্যক্তি জনমতের ভয়ে ও লজ্জায় তার আচরণকে সংশোধন করে নেয় এবং তাকে সমাজ নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে। সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জনমতের ভূমিকা বেশ ব্যাপক।

প্রথমত, জনমত দ্বারা ব্যক্তি চরিত্র সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
দ্বিতীয়ত, জনমত কোনো সংঘ, গোষ্ঠী, এমন কি, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।
তৃতীয়ত, জনমত কোনো প্রচার মাধ্যমকে যেমন রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেননা জনমত কর্তৃক সমালোচিত বা উপেক্ষিত হবে এমন অনুষ্ঠান বা সংঘবদ্ধ প্রচার থাকে ঐসব প্রচারে গণমাধ্যম বিরত থাকে।
চতুর্থত, জনমত সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনমত বা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। অধিকন্তু, সরকার কখনো কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে জনমত যাচাই করে নেয়।
পঞ্চমত, জনমত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ সমাজ নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা খুবই কার্যকর। কেননা সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সমাজে অতি নিন্দনীয় কাজ করলে সেখানে জনগণ তাকে বয়কট করতে পারে। বস্তুত, সামাজিক বয়কট এক বেদনাদায়ক শাস্তি। শহুরে সমাজে জনমতের গুরুত্ব অবশ্য কম নয়। তবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং পরিস্থিতির উপর।

২) গণমাধ্যমের ভূমিকা: সমাজ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে। গণমাধ্যম সমাজের গলদ, অন্ধবিশ্বাস, অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেতার, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ছায়াছবি ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৩) রাষ্ট্র: রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারই দেশ পরিচালনা করে। দেশের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। আইনের শাসন সুনিশ্চিত করলে এবং জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করলে সমাজ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তব্যই হলো জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তার নিয়ন্ত্রণ মূলক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। রাষ্ট তিনটি উপায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যথা: পুলিশ, আদালত এবং কারাগার। পুলিশের কাজ হচ্ছে আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ কাজ করতে গিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বিপথগামীদের পুলিশ গ্রেফতার করে এবং প্রাথমিক রির্পোট প্রদান করে। আদালতের কাজ হলো গ্রেফতারকৃত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মূলত বিপথগামী বা অপরাধী কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা। আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করলে মুক্তি দেবে নতুবা আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে। এর পরই আসে কারাগারের কথা। কারাগার অপরাধীর জন্য মূলত একটি শাস্তিনিবাস। তবে কোনো কোনো সমাজ অপরাধীর চারত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি বলিষ্ঠ বাহন হিসেবে কাজ করে থাকে।

৪) আইন: আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন। আইনের দু'টি আবেদন রয়েছে। যথা: ১) আইন জনসাধারণকে বেআইনি কিছু করা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানায় এবং ২) আইন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অসামাজিক কিছু করা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানায়। এভাবে আইন বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আইনুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাওয়াই আইনের শিক্ষা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আইন তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনকে যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে কতিপয় শর্ত পালন করতে হবে। যেমন:

১. আইনের বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে অভিহিত করতে হবে। কেননা অনেকেই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। ফলে জনসাধারণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সর্ম্পকে ধারণা অর্জন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন এলাকায় আইন সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করা।
২. জনসাধারণের একটি অংশ বা কোনো ব্যক্তি যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেননা আইন যদি ব্যক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয় তবে জনসাধারণ আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা হারাবে।
৩. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। মূলত, এই তিনটি শর্ত পালন রাষ্টীয় উদ্যোগের অপরিহার্য অংশ।

৫) প্রথা, ধর্ম ও নৈতিকতা: ধর্ম তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। কারণ-

প্রথমত, ধর্ম পার্থিব জীবনে ব্যক্তিকে সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যবাদী ও বিনয়ী হবার শিক্ষা দেয়। ফলে ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে কেউ, এমন কি অভয়বাদী ব্যক্তিও উপেক্ষা করতে পারে না ।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম কেবল সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হবার শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। অসৎ পথে জীবনযাপন করলে যে মহা শাস্তি ভোগ করতে হবে সে সম্পর্কেও ধর্ম মানুষকে সাবধান করে দেয়।

তৃতীয়ত, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ জানে যে তার কাজকর্ম বা আচার-আচরণ সমাজের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লক্ষ না করলেও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থত, ধর্ম হচ্ছে একটি জীবন দর্শন। ধর্ম মানুষকে একটি আদর্শ জীবনের শিক্ষা দেয়।

পঞ্চমত, ধর্মের অখন্ড আবেদন রয়েছে। কেননা ধর্ম পার্থিব জগতের পরেও পারলৌকিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৬) পরিবার: পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন। পরিবারের অন্যতম কাজ হলো সন্তান-সন্ততিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ কাঙ্খিতভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। পরিবারে ব্যক্তি শৃঙ্খলা দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা পায়। সে কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা চলে না।

প্রথমত, পরিবারই ব্যক্তিকে সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শানুযায়ী সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তুলে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের গন্ডিতে বসবাস করতে গিয়ে শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়ত, পরিবার এমনই একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সাময়িকভাবে বিপথগামী ও সমাজবিরোধী পারিবারিক সদস্যকে সংশোধন করতে পারে।

চতুর্থত, প্রতিটা পরিবারের রয়েছে একটা নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ। কেউ ব্যক্তিগত বদনামের ভাগী হলেও নিজের পরিবার সম্পর্কে ঢালাও বদনাম গ্রহণে বাধ্য নয়। তাই পরিবার তার নিজস্ব মান-মর্যাদার কথা চিন্তা করে পরিবারের সবার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
পঞ্চমত, পারিবারিক পরিবেশই ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্বের মৌল কাঠামো গড়ে উঠে। এই মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ীই সমাজ মানুষ আচরণ করে।

৭) উৎসবঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে উৎসব অনুষ্ঠানের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জীবন কাটে নানাবিধ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য নিয়েই। উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন কেউ কোনো কিছু গ্রহণ করে বা কাজ করে তখন সে সব কাজকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা আচার অনুষ্ঠানে থাকে কিছু নিয়ম, রীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। কোনো কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ হবার সময় ঐ সব নিয়ম, রীতি, মূল্যবোধের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে যায় যা তার আচরণের উপর প্রভাব রাখে এবং এভাবে সে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

৮) শিল্পকলাঃ শিল্পকলা নানাভাবে জাতির পরিচয় তুলে ধরে। ছবি, চিত্র, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পী বিদ্যমান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব শিল্প-কলা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি সাধারণ আবেগ ও চেতনা প্রকাশ করে। কোন দুর্ভিক্ষের চিত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, গণহত্যা বা যুদ্ধের চিত্র যেমন মানুষকে ব্যথিত করে, উদার ও আত্মত্যাগী হবার অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি জাতীয় জীবনের কোনো বিজয় বা আনন্দের দৃশ্যনির্ভর অংকিত চিত্র মানুষকে গর্ব করতে শেখায়। এতে জাতীয় জীবনে সংহতি বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য।

৯) পৌরাণিক কাহিনীঃ সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে কল্পনাশ্রয়ী গল্প। পৌরাণিক কাহিনী বানোয়াট হলেও তাতে উপদেশ, নীতিবাক্য, পাপীর দুর্গতি, পুণ্যবানের সৌভাগ্য, মিথ্যার পরাজয়, সত্যের জয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অবললম্বনে নাটক ও ছায়াছবি প্রণীত হয়। সুয়োরাণী-দুয়োরানী, বেহুলা, লাইলী মজনু, সাত-ভাই চম্পা ইত্যাদি কাহিনীতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির ধারণা রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের জয় দেখে আনন্দে হাত তালি দেয়। আবার এসব অন্যায়, অসত্য ও পাপের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলে।

১০) প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতিঃ সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি মেনে চলতে হয় এবং এ শিক্ষা সে বাল্যকাল থেকেই পেয়ে থাকে। বস্তুত, প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথা, লোকাচার, লোকরীতি, আদব-কায়দা ইত্যাদি সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করে।

১১) নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবুঃ ট্যাবু বলতে বোঝায় কোনো কিছু করার উপর নিষেধ আরোপ। ট্যাবুর পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত। আদিম সমাজে ট্যাবুর ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী আদিম জনগোষ্ঠী যখন বিশ্বাস করত যে, এসব কাজ করলে রোগ মহামারীতে জীবন নাশ হবে, ফসলের ক্ষতি হবে কিংবা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তখন তারা ঐসব কাজের উপর ট্যাবু আরোপ করতো। এভাবে ট্যাবু ব্যক্তির আচার - আচরণ নিয়ন্ত্রণ তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতো।

১২) ব্যক্তিত্বঃ বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনাদর্শ সমাজ নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। আদর্শ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। ন্যায়-নীতি ও আদর্শের প্রতীক ঐ সব ব্যক্তির জীবন-দর্শন মডেলে পরিচালিত করে, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুবই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) এক ধরনের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন (Charismatic leader) বলে আখ্যা দিয়েছেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন মেন্ডেলা, মহাত্মা গান্ধী এ ধরনের ব্যক্তিত্বের উদাহরণ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এক অপরিহার্য বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকভাবে সম্ভব হতে পারে। সে সব উপায়কে সমাজ অবলম্বন করে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় সে সব উপায়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। আনুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে যেমন আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় পুরোহিত, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে আছে এমন সব উপাদান যা মানুষ কে তার আভ্যন্তরীণ তাড়না থেকেই নিজেকে সংযত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচ্যুত আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক বাহন এর সাথে জড়িত নিচের কোনটি ?

(ক) আইন ও বিচার ব্যবস্থা (খ) ধর্মীয় পুরোহিত

(গ) মূল্যবোধ (ঘ) পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা

২। `Charismatic leader' সম্পর্কে ধারণা দেয় কোন বাহনটি ?

(i) জনমত

(ii) ধর্ম

(iii) ব্যক্তিত্ব

(ক) i+ iii (খ) ii (গ) iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৯.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা
Role of Family and Religion in Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধর্ম, পরিবার, পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজ, ইন্টারনেট, ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সমাজের শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য কিছু কিছু নিয়ম কানুনেরও সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলো মেনেই আমাদেরকে সমাজে বসবাস করতে হয়। সমাজে আমরা ইচ্ছে-খুশি মত আচরণ করতে পারি না। সমাজের নিয়মকানুনগুলোই আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের প্রত্যেক সদস্য এসব নিয়ম সম্পর্কে অবগত হয় ও মেনে চলে। এভাবেই মানব সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সমাজের মানুষের বিচ্যুতিমূলক যাবতীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি ও পন্থা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা

অতিপ্রাকৃত শক্তিতে মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় ধর্মের। ধর্মের ধারণাই হলো মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। মানুষের যেসব আচরণ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ধরে রাখতে সাহায্য করে তাকে ধর্মীয় আচরণ বলা হয়। সমাজের ধর্মীয় আচরণগুলো সমাজের সাথে সবর্দা সংগতিপূর্ণ হয়ে থাকে। ধর্মীয় আচরণের বিধিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে মানুষ সামাজিক শৃঙখলাকেই ধরে রাখে। ধর্মীয় আচারণবিধির মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে ভাল, অনুগত, সংবেদনশীল ও সহায়তাকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সমাজের উদ্দেশ্যও একই। ধর্ম মানুষের বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ইহজগত ও পরজগতের পুরস্কারের আশা দেখিয়ে। যেমন: চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, হত্যা না করা ইত্যিাদি। সমাজও এসব বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তবে শাস্তির ভয় দেখিয়ে। এসবের ফলে মানুষ বিচ্যুতিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকলে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ধর্মের রয়েছে পুরষ্কার (স্বর্গ) ও শাস্তির (নরক) ধারণা। মানুষ পার্থিব ও অপার্থিব পুরষ্কারের আশায় বিচ্যুতিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে, ভাল থাকার চেষ্টা করে ও স্রষ্টার আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে। মানুষের ভাল কাজ করার প্রবণতা সমাজকে আরো সংহত করে। স্রষ্টা তথা অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরোধিতা করাকে সে রীতিমত ভয় পায়। এই ভয়েও তাকে ধর্মীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করতে নিরুৎসাহিত করে। এদিক দিয়ে ধর্ম সমাজ নিয়ন্ত্রণের দারুণ এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধর্ম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয় ধর্মীয় বিধান দ্বারা। মা-বাবার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সর্ম্পক নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত। ধর্ম উত্তরাধিকার নীতি রাষ্ট্রের দ্বারাও স্বীকৃত। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণীত হয় ধর্মীয় শিক্ষানুযায়ী। এখনও ধর্ম বিরোধী আচরণ করলে সমাজচ্যুত বা বয়কট করা হয়। একটি অবস্থায় ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা

পরিবারকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বলে মনে করা হয়। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। যেমন:
প্রথমত, পরিবার থেকে মানুষ অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলার শিক্ষা পায়, নিজের ছাড়াও অন্যদের বিষয়ে ভাবতে শেখে, শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধের শিক্ষা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, পরিবার আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। সে কারণেই মানুষ পরিবারের কাছেই মন খুলে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। পরিবার মানুষের মানসিক আশ্রয়।

তৃতীয়ত, পরিবার শিশুকে যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য, নীতিবোধের শিক্ষা দেয় তা তার মধ্যে সারাজীবন কাজ করে। কোনো বিচ্যুত আচরণের জন্য পরিবারের কোনো সদস্য হয়ত কড়াভাবে শাসন করেন। এ শিক্ষাটি তার মধ্যে কাজ করে। সে কারণে কোনো ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণ করতে চাইলেও পারিবারিক শিক্ষা তাকে বাধা দেয়।

চতুর্থত, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা দেখি, ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু হয়। ধর্মের মূলনীতিসমূহ মেনে চললে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরির সুযোগ থাকে না। ধর্মীয় গোঁড়ামীর স্থলে ধর্ম উদারনীতিকেই সমর্থন করে। এটা ব্যক্তির উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করে।

পঞ্চমত, প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক টানও রয়েছে। কোন কাজ করলে পরিবারের সদস্যরা অসম্মানিত হবেন অথবা পরিবারের সদস্যরা আঘাত পাবেন এমন কাজ থেকে ব্যক্তি বিরত থাকার চেষ্টা করে। এটাও সমাজ নিয়ন্ত্রণের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

ষষ্ঠত, পারিবারিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ যে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় ফিরে ফিরে আসে শিশুর আচরণের মধ্য দিয়ে।

সপ্তমত, পরিবার থেকে শিশুকে যত ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম জরুরি বিষয় হলো গণতান্ত্রিকতার শিক্ষা। আইনের চোখে সবাই সমান, সকল পরিবার একই মর্যাদার অধিকারী, ধনী-গরীব কারো জন্যই আইন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে না। এ ধরণের শিক্ষা শিশুর মধ্যে অন্যদের সম্পর্কে মূল্যবোধের জন্ম দেয় এবং পরিবারের মানুষের চোখে 'ভালো মানুষ' হয়ে উঠতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভুমিকা সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের ধর্মীয় আচরণগুলো সমাজের সাথে সবর্দা সংগতিপূর্ণ হয়ে থাকে। ধর্মীয় আচরণের বিধিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে মানুষ সামাজিক শৃঙখলাকেই ধরে রাখে। ধর্মীয় আচারণবিধির মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে ভালো, অনুগত, সংবেদনশীল ও সহায়তাকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবার একটা অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবার সমাজের নীতিশিক্ষা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, প্রথা পদ্ধতি গ্রোথিত করে দেয়। পরিবার থেকে শিশু তার ব্যক্তিত্ব, কর্তব্য, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার শিক্ষা পায় এবং সে অনুযায়ীই সে বেড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রন বলতে কী বুঝায় ?

(ক) লিখিত আইন নেই (খ) কর্তৃপক্ষ নেই

(গ) লিখিত নিয়ম অনুসারে (ঘ) সামাজিক শাস্তি

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো শৃঙ্খলা এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন বজায় রাখার জন্য যত ধরনের চাপ তৈরি করে"- উক্তিটি কার ?

(ক) ম্যানহেইমের (খ) অগবার্ন ও নিমকফের

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাকস ওয়েবার

পাঠ-৯.৪ সামাজিক গতিশীলতা
Social Mobility

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক গতিশীলতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক গতিশীলতার ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক গতিশীলতা, পদমর্যাদা, উলম্ব, সমান্তরাল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

আমরা যারা সমাজে বসবাস করি আমাদের প্রত্যেকেরই একেক ধরণের সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। পরিবার আমাদের প্রতি কী ধরণের মর্যাদা দিয়েছে কিংবা আমরা সমাজে কী ধরণের ভূমিকা পালন করি তার উপর ভিত্তি করে এই সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয়। জন্মসূত্রে পরিবার আমাদেরকে যে ধরণের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে তাকে আরোপিত মর্যাদা বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কৃষকের ছেলে, জমিদারের নাতি। পরিবার সূত্রেই এ পদমর্যাদা তৈরি হয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে নতুন যে মর্যাদা অর্জন করি তাকে বলা হয় অর্জিত মর্যাদা।

সামাজিক গতিশীলতা

আমাদের সমাজ স্থবির নয়, বরং তা গতিশীল। এ গতিশীল সমাজের ঘটনা পরম্পরা ব্যক্তি জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি জীবনেও তাই উত্থান-পতনের খেলা চলে। মানুষের সামাজিক পদমর্যাদাতেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। মানুষ সবসময় তার মর্যাদা বাড়াতে সচেষ্ট থাকে এবং তার বর্তমান পদমর্যাদা থেকে আরো উঁচু পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার সাধারণ অবস্থা, সাধারণ মানের মর্যাদা, ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থা, উঁচু সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। সহজ কথায় সামাজিক গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন।

*"সামাজিক গতিশীলতা হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের একধরণের পদমর্যাদা থেকে অন্যধরণের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।" ("*Social mobility is the movement of a person or person from one social status to another.*")* Wallace & Wallace, Sociology; P-275

সামাজিক গতিশীলতা বলতে বোঝায় *"একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এক ধরণের সামাজিক শ্রেণি বা স্তরে রূপান্তরিত হওয়া।"* (Social mobility refers to "the movement of an individual or group from one social class or stratum to another.") -W.P. Scott, Dictionary of Sociology, P-260

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ের হতে পারে। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তি পর্যায়ের হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বা সমাজভিত্তিকও হতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ের গতিশীলতা হলো সেটাই যেখানে ব্যক্তির সামাজিক পদমর্যাদা নিম্নস্তর থেকে উঁচুস্তরে উন্নীত হয়। যেমন: একজন কৃষকের ছেলে ভালো পড়ালেখা করে ব্যাংকের ম্যানেজার হলো। এতে তার আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদাও বাড়ল। জিমি কার্টার একজন বাদাম চাষী পরিবারের ছেলে, পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। এ.পি.জে. আব্দুল কালাম দারিদ্র্যের চাপে ছোটবেলায় খবরের কাগজ বিক্রি করতেন, পরবর্তীকালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এগুলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের পদমর্যাদা পরিবির্তন করা ।

ব্যক্তিগত গতিশীলতার মতোই যদি কোনো গোষ্ঠী একত্রে তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা উন্নীত করতে সক্ষম হন তাহলে তাকে গোষ্ঠী গতিশীলতা বলা হয়ে থাকে। যেমন: আমেরিকায় ইহুদীরা একটা ছোট সম্প্রদায় হলেও ঐ সমাজে তারা উঁচু

মর্যাদার অধিকারী। ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন অসমতার শিকার হওয়া থেকে মুক্তির জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস প্রথা পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। যাতে তারা সমাজে বাড়তি সম্মান পেতে পারে। এগুলো হলো গোষ্ঠী গতিশীলতার উদাহরণ।

সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ

রাশিয়ার বংশোদ্ভুত আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী পি.এ সরোকিন দু'ধরনের সামাজিক গতিশীলতার উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা এবং (২) উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা ।

১) **সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা:** যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু মর্যাদা একইরকম থাকে, অর্থাৎ মর্যাদার তারতম্য ঘটে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- রসায়ন শাস্ত্রের একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট শিক্ষা শেষে ক্যামিক্যাল কোম্পানীতে গবেষক হিসেবে নিয়োগ পেল। প্রায় এক বছর কাজ করার পর কোনো কারণে তার গবেষণা ভাল লাগলো না বলে সে কলেজে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলো। পেশাগত পরিবর্তনের ফলে তার সামাজিক অবস্থানে একটু পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু এতে তার সামাজিক মর্যাদার কোনো পরিবর্তন আসেনি। তার কারণ হলো এই দুই পেশাকে সমাজ প্রায় একই মর্যাদার বলে মনে করে। এটাই সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা।

২) **উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা:** যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক পদমর্যাদা বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নত বা অবনত হয়। এখানে শ্রেণি, পেশা বা ক্ষমতা কাঠামোতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মর্যাদার উত্থান পতন ঘটতে পারে। এটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন কালের যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে। উলম্ব সামাজিক গতিশীলতার অনেকগুলো ধরণ রয়েছে। এগুলো হল:

(ক) ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা
(খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা
(গ) আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতা
(ঘ) অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা এবং
(ঙ) কাঠামোগত গতিশীলতা

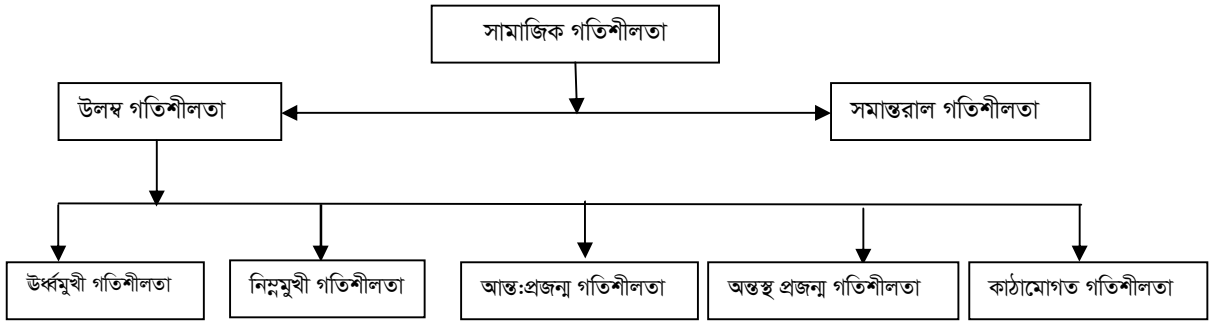

চিত্র: সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ

ক) ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা: ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার ক্রমোন্নতির নিরিখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদা থেকে অপেক্ষাকৃত আরো উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদা থেকে উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী হয় তখন তাকে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা বলে। যেমন: রাজমিস্ত্রীর ছেলে উচ্চশিক্ষা শেষে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন তাহলে তার পদমর্যাদা উন্নতর পদমর্যাদায় উন্নীত হয়। এটা ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা।

খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা: নিম্নমুখী গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার ক্রমোন্নতির নিরিখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা থেকে অপেক্ষাকৃত আরো নিম্নতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা থেকে নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী হয় তখন তাকে নিম্নমুখী গতিশীলতা বলে।

যেমন: কোনো শীর্ষ কর্মকর্তা যদি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন ও দুর্নীতির দায়ে সাজা ভোগ করেন, তখন তার উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। এটা নিম্নমুখী গতিশীলতা।

গ) আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতা: সামাজিক গতিশীলতায় সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। একটি শিশু জন্মের পরপরই পরিবার তাকে যে মর্যাদা প্রদান করে, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় সে হয়ত নতুন মর্যাদা অর্জন করে। নতুন পদমর্যাদা অর্জনের পর শিশুর পিতামাতার পদমর্যাদার সাথে অনেক পার্থক্য ঘটে। অর্থাৎ পদমর্যাদার নিরিখে যখন এক প্রজন্ম (বাবা-মা) অপেক্ষা পরবর্তী প্রজন্ম (সন্তান) এগিয়ে যায় তখন তাকে আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতা বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামান্য কাঠমিস্ত্রি পিতার সন্তান হয়ে বিল গেট্স সমসাময়িক পৃথিবীর শীর্ষ ধনী হয়েছেন। এটি আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতা।

ঘ) অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা: আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতায় কমপক্ষে দুই প্রজন্মের মধ্যকার পদমর্যাদায় তুলনা থাকে। পক্ষান্তরে, অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতায় শুধু একটি প্রজন্মের মধ্যকার পদমর্যাদার উত্থান-পতনের তুলনা থাকে। একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকালের মধ্যে মর্যাদার উত্থান-পতনকে অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা বলা হয়। জন্মসূত্রে সাধারণ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও বিল গেট্সের উন্নতি ও সামাজিক পদমর্যাদা বেড়েছে ধাপে ধাপে। তাঁর জীবনকালের এই পদমর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়কেই বলা হচ্ছে অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা।

ঙ) কাঠামোগত গতিশীলতা: কাঠামোগত গতিশীলতা এমন এক ধরণের গতিশীলতা যা মূলত স্তরবিন্যাসের কাঠামো পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর ফলে নতুন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণি অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন হলে হঠাৎই নতুন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। যেমন: যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মিলিটারি অফিসারদের কদর স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেক বেড়ে যায়। কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানী ও এ্যাডভোকেটেরা সমাজের চোখে অনেক উচু মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা অনেক উচু মর্যাদার জায়গাটা দখল করেছে, যেটা একসময় বিজ্ঞানী ও এ্যাডভোকেটেরা দখল করেছিল। সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেই এভাবে নতুন গোষ্ঠী বা শ্রেণি অন্যদের থেকে বেশি প্রাধান্য পায়। এটাই কাঠামোগত গতিশীলতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক গতিশীলতার ধরনগুলো লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার সাধারণ অবস্থা, সাধারণ মান মর্যাদা, ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থা, উঁচু সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। সহজ কথায় সামাজিক গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন। সামাজিক গতিশীলতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ের হতে পারে। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তি পর্যায়ের হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বা সমাজভিত্তিকও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ বিজ্ঞানী পি এ সরোকিন কোন দেশের বংশোদূত?

(ক) আমেরিকান (খ) জার্মান

(গ) রাশিয়ান (ঘ) ব্রিটিশ

২। কোনটি উলম্ব গতিশীলতার প্রকাভেদ নয়?

(ক) ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা (খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা

(গ) সমান্তরাল গতিশীলতা (ঘ) কাঠামোগত গতিশীলতা

পাঠ-৯.৫ স্থানান্তর গমন : ধারণা, ধরন ও প্রভাব
Migration: Concept, Types and Impact

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্থানান্তর গমন কী তা বলতে পারবেন;
- স্থানান্তর গমনের ধরন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- স্থানান্তর গমনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্থানান্তর গমন, বসতি স্থাপন, জটিলতা, অর্থনৈতিক সংকট, জীবনযাত্রা, ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে যখন মানুষ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয় তখন তার থেকে মুক্তি পেতে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে এবং নতুন করে তার জীবনধারণের ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ নতুন সুযোগ-সুবিধার খোঁজও একস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। যেমন: গ্রামের মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের জন্য, নতুন নতুন পেশার খোঁজে কিংবা শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির আশায় শহরে চলে যায় এবং নতুন করে জীবনযাপন শুরু করে।

স্থানান্তর গমন কী

সমাজবিজ্ঞানে জনসংখ্যার আলোচনায় বলা হয় কোনো এলাকার বা দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি মূলত: তিনটি নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে–জন্মহার, মৃত্যুহার এবং স্থানান্তর গমনের হার। অর্থাৎ স্থানান্তর গমনের ফলে কোনো এলাকার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্থানান্তর গমন বলতে বাসস্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যত্র অস্থায়ী কিংবা স্থায়িভাবে চলে যাওয়া ও বসতিস্থাপন করাকে বোঝায়। এই স্থানান্তর গমন বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় স্থায়িভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়। যদি কেউ অস্থায়ী গমনের মাধ্যমে ছয় মাসের অধিক অন্যত্র অবস্থান করে তাকেও স্থানান্তর গমন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্থানান্তর গমনের বিষয়টি একটা জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের স্থানান্তর গমনের পেছনে এক বা একাধিক নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যতম জটিল পরিস্থিতি হলো বসতি এলাকায় বা দেশে তীব্রভাবে অর্থনৈতিক ধস বা সংকট সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে মানুষ অধিকতর অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আছে এমন কোনো দেশে বা এলাকায় স্থানান্তর গমন করে থাকে। ২০১৫ সালের শেষ দিকে ইউরোপে যে ব্যাপক স্থানান্তর গমনের পরিস্থিতি দেখা যায় তার মূলে ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। কোনো দেশই তাদেরকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে চায়নি।

স্থানান্তর গমন প্রক্রিয়ায় দুটি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর একটি হলো Push factor চাপ প্রয়োগকারী নিয়ামক এবং অন্যটি হলো Pull factor আকর্ষণ সৃষ্টিকারী নিয়ামক। অর্থনৈতিক সংকট ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জটিলতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সংঘর্ষ, নৃগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও হামলা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরাধীনতা, রাজনৈতিক অসন্তোষ, সামাজিক পশ্চাৎপদতা ইত্যাদির কারণে যে অসন্তোষ ও চাপের সৃষ্টি হয় তা থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্থানান্তর গমনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই নিয়ামকগুলোকেই বলা হচ্ছে Push factor বা চাপ প্রয়োগকারী নিয়ামক। পক্ষান্তরে, মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপনের খোঁজে, কিংবা চাপপ্রয়োগকারী নিয়ামক দ্বারা তাড়িত হয়ে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য নতুন কোনো এলাকা বা জেলাকে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে নতুন এলাকার সুযোগ সুবিধা তাকে টানে। এটাই Pull factor বা আকর্ষণ সৃষ্টিকারী নিয়ামক।

স্থানান্তর গমনের ধরন

স্থানান্তর গমন দু'ধরনের হতে পারে। যেমন: (ক) আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন এবং (খ) আন্ত:স্থানান্তর গমন। বিভিন্ন নিয়ামক বিবেচনায় এনে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থায়িভাবে চলে যায় তখন তাকে আন্তর্জাতিক

স্থানান্তর গমন বলে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন একই দেশের অভ্যন্তরস্থ অন্য কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে যায় তখন তাকে আন্ত: স্থানান্তর গমন বলে। যেমন: অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের আশায় মানুষ গ্রাম থেকে নিকটবর্তী শহরে স্থানান্তরিত হতে পারে না এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হতে পারে ও স্থায়ী বসবাস শুরু করতে পারে।

স্থানান্তর গমনের প্রভাব

স্থানান্তর গমনের প্রভাব নানামুখী। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই রয়েছে। যেসব দেশ থেকে মানুষজন স্থানান্তর গমন করে অন্য দেশে গমন করে এবং যেসব দেশে অন্যান্য দেশে মানুষজন প্রবেশ করে ও স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে- এই উভয় দেশের জন্যই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকম।

যেসব দেশ থেকে মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু সুবিধা তৈরি হয় যেমন:
এতে দেশটির কাঁধে জনাধিক্য এর অধিক দায়িত্বের বোঝাটা একটু হালকা হয়। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। চলে যাওয়া মানুষেরা তাদের পূর্বেকার দেশের মানুষের কাছে টাকা-পয়সা ইত্যাদি পাঠায়। এতে দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানান্তর গমনের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষ নানাবিধ সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে এবং নতুন করে জীবনধারনের ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ নতুন সুযোগ-সুবিধার খোঁজও একস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। স্থানান্তর গমন বলতে বাসস্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যত্র ছয় মাসের অধিক অস্থায়িভাবে কিংবা স্থায়িভাবে চলে যাওয়া ও বসতিস্থাপন করাকে বোঝায়। এই স্থানান্তর গমন বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় অস্থায়ী বা স্থায়িভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন এলাকার বা দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি মূলত নির্ভর করে কোন বিষয়ে উপর ?
(i) জন্মহার
(ii) মৃত্যুহার
(iii) স্থান্তরগমন হার
(ক) i (খ) ii + iii (গ) i + iii (ঘ) i+ ii + iii

২। 'স্থানন্তর-গমন' কয় ধরনের হয় ?
(ক) ২ ধরনের (খ) ৩ ধরনের
(গ) ৪ ধরনের (ঘ) ৫ ধরনের

৩। কোনটি Push factor এর সাথে জড়িত
(ক) সামাজিক স্থিতিশীলতা (খ) প্রগতিশীল মানসিকতা
(গ) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (ঘ) অর্থনৈতিক সংকট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোনটি রাজনৈতিক কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ?

(ক) জনমত (খ) পরিবার

(গ) গণমাধ্যম (ঘ) ক ও খ উভয়ই

২। 'ট্যাবু' শব্দের সাথে কোন বিষয়টি জড়িত?

(ক) আবেগ-অনুভূতি (খ) জোর করে চাপিয়ে দেয়া

(গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি (ঘ) নিষেধাজ্ঞা

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। 'কৃষকের ছেলে ব্যাংকের অফিসার হলো'- এটি কোন ধরনের গতিশীলতা?

(i) উলম্ব

(ii) আন্ত:প্রজন্ম

(iii) কাঠামোগত

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও iii (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

আবির ও আসিফ সম্পর্কে চাচাতো ভাই। দু জনে ছোটবেলা থেকে একসাথে পড়াশোনা করে। পড়াশোনা শেষে আবির ব্যাংকের অফিসার পদে চাকরি পেয়ে যায়। কিন্তু আসিফ চাকরি পায় না। পড়াশোনার পেছনে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি আগেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আসিফ হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে এবং কৃসিকাজ করতে থাকে।

১) সামাজিক গতিশীলতা কী?

২) সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ লিখুন।

৩) উদ্দীপকের আবিরের অবস্থা কোন গতিশীলতার সাথে মেলে বলে আপনি মনে করেন?

৪) উদ্দীপকের আবিরের বর্তামন অবস্থার সাথে আসিফের বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। ঘ ২।ক ৩। ঘ